মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩

বিশ্ব অহিংসা দিবস পালন

আজকের বাস্তবতায় অহিংসার আদর্শের গুরুত্ব

মূল বক্তা: অধ্যাপক সাদেকা হালিম

গত ২ অক্টোবর ২০২৩ বিকেল ৪টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে বিশ্ব অহিংস দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং অনিক বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা পরিবেশন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, বাংলাদেশস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মান্যবর প্রণয় ভার্মা'র লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপ-রাষ্ট্রদূত ড. বিনয় জর্জ, মূল বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সাদেকা হালিম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী সূচনা বক্তব্যে বলেন, আজ ২ অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজির সারা জীবনের সাধনা ছিল কীভাবে সত্য ও অহিংসাকে বুকে ধারণ করে ভারত বর্ষের স্বাধীনতার পথ সুগম করা যায়। এই মৌলিক চিন্তা নিয়ে তিনি ভারতের সাধারণ মানুষকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো ভারত স্বাধীন হলেও বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হয়েছিল। যাকে আমরা বলি দেশ ভাগ। দেশ ভাগের আগে পরে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী দাঙ্গা দমন করতে গান্ধীজি এখানে এসেছিলেন। জাতিসংঘ মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে ২ অক্টোবর তাঁর জন্মদিনকে বিশ্ব অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহান রাজনীতিক মার্টিন লুথার কিং এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গান্ধীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস পথ অনুসরণ করেছিলেন। আজকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দাঁড়িয়ে এই মহৎপ্রাণ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আজকের বিশ্ব বাস্তবতায় আমরা আহ্বান জানাই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অহিংস পন্থায় থেমে যাক।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লিখিত বক্তব্যে বলেন, মহাত্মা গান্ধী শুধু ত্বাত্ত্বিকভাবে অহিংসার বাণী প্রদান করেননি। তিনি তার জীবনের প্রতিটি কর্মসূচিতে ও কর্মপন্থায় এই সত্য ও অহিংসার ধারনা প্রয়োগ করেছেন। আমরা আশা করবো আজকের অস্থির পৃথিবীতে গান্ধীর আদর্শে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে সচেষ্ট হবো। আমরা উগ্রপন্থা পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হবো। মানবিক ও শান্তির বিশ্ব

৩-এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা

বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০২২ প্রদান

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০২২ গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে প্রদান করা হয়। এ বছর প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন ডেইলি স্টারে প্রকাশিত আমিনুর রাজিবের মুক্তিযুদ্ধের নারী আলোকচিত্রীদের নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন ও দৈনিক সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি রাজিব নূরের মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি, দলিল, স্মারক নিয়ে সময়োপযোগী অনুসন্ধিৎসু ও বিশ্লেষণধর্মী ধারাবাহিক প্রতিবেদন। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিলিশনের হাবিব রহমানের মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা বিষয়ক প্রতিবেদন। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের হাতে পদক তুলে দেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। তিনি সাংবাদিক বজলুর রহমান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৬৬ সালে আমি যখন ঢাকায় এসেছি সেই সময় থেকে বজলু ভাইয়ের সংসর্গ পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। বয়সে বড় হলেও তিনি আমাদের আপনি বলে ডাকতেন। যদিও প্রথম দেখা থেকেই তিনি আমাদের শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন, বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। খুব শান্ত মানুষ ছিলেন, ধীরে ধীরে কথা

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজের দশম মাসিক বক্তৃতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে ড. তাজিন মুরশেদ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে মাসিক বক্তৃতামালার দশম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে 'কেন ধর্মনিরপেক্ষতা? ১৯৪০ থেকে বাংলাদেশে' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ তাজিন মুরশেদ। উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজে-এর পরিচালক মফিদুল হক।

বাঙালির আত্মপরিচয় যে বরাবরই ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে ছিল এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাঙালির মানসের পরিবর্তন এই বক্তৃতার মূল উপজীব্য ছিল।

তাজিন মুরশেদের মতে, বাঙালি জাতিসত্তায় ঐতিহাসিকভাবে কখনোই একান্ত ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতিগত সত্তা মেলে ধরার নজির দেখা যায়নি। বরং গোটা সমাজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনসংকট সমাধান করে যাচ্ছিল। কিন্তু বহিঃশক্তির প্রভাবে সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে ধর্মীয় বিভাজন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৪০-এর দশকে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পাকিস্তানি মতাদর্শবাদীদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তবে দেশভাগ কখনোই বাংলার সমাজকে বিভাজিত করতে পারেনি। তিনি বলেন, বাঙালি নাগরিক পরিচয় কখনো ছিলো ভারতীয়, তারপরে পাকিস্তানি, ইতিহাস পরিবর্তনে সর্বশেষে বাংলাদেশী। বাঙালি-মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং স্থানীয় রীতি রীতি-আচারের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। বাউল ও মারফতি গীতির চরণে এই সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু বাঙালিদের ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে তা নয়, বরং বিশ্বের অনেক দেশের মুসলিম সমাজে এই ঐতিহ্য ও স্থানীয় ধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

তিনি এদেশীয় মুসলিম সমাজের পটপরিবর্তনের উদাহরণ টেনে বলেন, এতে দুই ধরনের আদর্শ পরিলক্ষিত। প্রথমত হচ্ছে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা স্থানে রাখা। দ্বিতীয়ত ইসলামকেই সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেয়া, হোক সেটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক। ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, বিশ্বের বড় বড় ইসলামি সভ্যতার সময়কালে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় ছিল। যেমন ৮০০ বছর স্পেনে মুসলিম শাসন, ১২ শতক থেকে ১৯ শতকে দিল্লির সালতানাতের শাসন, অটোমান শাসন ইত্যাদি। ইউরোপীয় শাসনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় তাদের পরিচালনার নীতি এবং ঔপনিবেশিক যাতাকলে সবসময় ছিলো 'বিভাজন ও শাসন'। বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি হওয়ার জন্য অনেকাংশে ভূ-রাজনীতি দায়ী। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিমরা তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে তাদের আঁকড়ে ধরেছিলো। ১৯৪৭-এর পূর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের দরুণ বাঙালিদের সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব গড়ে ওঠে। সমাজ সংস্কারের উদাহরণ হতে পারে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পর ধর্মকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার হরণ করার প্রবণতা বাড়তেই থাকে। যার বিরোধিতা করেছিলো তৎকালীন নাগরিক সমাজ। বাঙালি মুসলিমদের সামনে তখন ধর্মান্ধতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হয়েছিলো। বাঙালি যে আশা নিয়ে পাকিস্তানের অংশ হয়েছিলো তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের দরুণ। সংস্কৃতি-চিন্তা-মানসের পার্থক্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার যে সংজ্ঞা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন, যা সংবিধানের চারটি স্তম্ভের মধ্যে একটি, তা দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো, স্বৈরশাসনের অবসানে তা ৩৫ বছর পর ২০১১-তে আবার সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে কি? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সমাজে অবস্থানরত ভিন্ন মতের ভিন্ন ধর্মের মানুষের সমাবেশে একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি এবং ধর্মের প্রতি সহনশীলতা।

সর্বশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয় মাসিক বক্তৃতামালার দশম পর্ব।

– আশফিয়া মাহবুব রাফা, স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে সিএসসিজের বিশেষ কর্মশালা

৭ অক্টোবর ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে সেমিনার হলে 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-এর সিদ্ধান্তসমূহ' শীর্ষক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য জনাব কাউসার আহমেদ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জনাব কাজী ওমর ফয়সাল।

দিনব্যাপী কর্মশালা সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রথম পব পরিচালনা করেন জনাব কাউসার আহমেদ এবং দুপুরের বিরতির পর দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন জনাব কাজী ওমর ফয়সাল।

আইনজীবী জনাব কাউসার আহমেদ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে মামলা করার ধরন, এ আদালতের আইনী শাসন, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আইন, এই আদালতের আইনসমূহ, আদালতের নিয়মকানুন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। এছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের বিভিন্ন রায়, রায়ের বিভন্ন অংশ এবং এর প্রয়োগ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক কাজী ওমর ফয়সাল আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক আদালত নিয়ে। তার আলোচনায় উঠে আসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইন, ব্যক্তি অপরাধ দায়বদ্ধতা এবং রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ক্ষমতা, বিভিন্ন অঙ্গ, বিভাগসমূহ ও বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিভিন্ন কেস ল' নিয়েও বিশেষ আলোচনা করেন তিনি।

কর্মশালার দুটি পর্বই আংশগ্রহণমূলক ছিলো। সবাই আগ্রহ সহকারে বক্তব্য শুনেছেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেয়ার চেষ্টা করেছেন। কর্মশালা পরিচালনাকারীরাও বেশ ধৈর্যের সাথে তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি-এর আইন, অপরাধ বিজ্ঞান, সরকার ও রাজনীতি অনুষদসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার সমাপনীতে বক্তব্য ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের।

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
স্বেচ্ছাসেবক, সিএসজিজে

কানাডার মানিটোবায় আয়োজিত

‘স্মরণ ও স্বীকৃতি: ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যা’ আন্তর্জাতিক সম্মেলন

কানাডায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সহায়তা এবং বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ (বিসিবিএস), কানাডা; কনফ্লিক্ট এন্ড রেজিলিয়েন্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিআরআরআই), কানাডা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ‘স্মরণ ও স্বীকৃতি: ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যা’ শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়।

অনলাইনে কানাডা, আমেরিকা ও বাংলাদেশের খ্যাতমান বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের গণহত্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন এবং এর স্বীকৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী সংগঠনের সহযোগিতায় যেভাবে কানাডায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যার স্মরণ ও স্বীকৃতিকে আরো সহজ করে তুলবে। সম্মেলনের মূল বিষয় স্মৃতিচারণ, যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং কানাডার হিউমান রাইটস জাদুঘর তুলে ধরেছে। ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য প্রদান করেন ইউনিভার্সিটি অব মানিটোবার অধ্যাপক আদাম মুল্লার। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। কানাডাস্থ বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খালিলুর রাহমান, ড. জেরেমি মারুঅনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকেই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

পরিচালানায়
ইয়ান হোয়াইট

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের আয়োজনে জাদুঘরে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ দিনব্যাপী প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ইয়ান হোয়াইট। ৩০ জন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলচ্চিত্র কেন্দ্রের পরিচালক তারেক আহমেদ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি চলচ্চিত্র কেন্দ্র এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন। এরপর জাদুঘরের ট্রাস্টি ও চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও এর কার্যক্রম নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। চা বিরতির পর কর্মশালার প্রথম সেশনে ইয়ান হোয়াইট প্রামাণ্যচিত্র কী, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পদ্ধতি, একটি প্রামাণ্যচিত্রের জন্য সঠিক পথ অনুসরণ করা, সফল একটি প্রামাণ্যচিত্রের প্রয়োজনীয় উপাদান কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে ইয়ান হোয়াইট পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র ‘জাঙ্কি মনেস্ট্রি’ প্রদর্শন করা হয়। ৬০ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রটি বিশ্বের অন্যতম একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র থাইল্যান্ডের থামক্রাবক মনেস্ট্রি নিয়ে নির্মিত। এটি মাদকাসক্তদের দ্বারা গৃহীত এবং থাই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি অনন্য মাদক পুনর্বাসন কর্মসূচি যা বাস্তব জীবনের বিবরণ। প্রদর্শনী শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইয়ান হোয়াইট একটি প্রামাণ্যচিত্রের প্রি প্রোডাকশন এবং পোস্ট প্রোডাকশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে কর্মশালায় অংশ-গ্রহণকারীরা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে চান তা নিয়ে পরিচালকের সাথে মত-বিনিময় করেন।

কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটসের সভাপতি প্যাট্রিক বার্জেস বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি গণহত্যা ও ন্যায়বিচার এবং এর উপর প্রামাণ্যচিত্রের প্রভাব তুলে ধরেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের কর্মশালার অতিথি ইয়ান হোয়াইট ও প্যাট্রিক বার্জেসের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে উপস্থিত অংশগ্রহণকারী ও স্বেচ্ছাকর্মীরা ইয়ান হোয়াইটের হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেন এবং দলীয় ফটোসেশনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

এম. ফারহাতুল হক
সহকারী সমন্বয়ক
চলচ্চিত্র কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আজকের বাস্তবতায় অহিংসার আদর্শের গুরুত্ব

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠায় ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অমর হোক। প্রধান আলোচক অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম আলোচনায় বলেন, মহাত্মা গান্ধী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে সত্য ও অহিংসার পথ বেছে নিয়েছিলেন যার মূল লক্ষ্য ছিল শান্তি, আমাদের আজকের জীবনে সে শান্তি কিন্তু অধরা। তিনি তার চর্চার তিনটি লক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত **অসহযোগ**, দ্বিতীয়ত **প্রতিবাদ** এবং তৃতীয়ত **নিয়োজন**। তাত্ত্বিকভাবে কথাগুলো বলা খুব সহজ কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা ততোটা সহজ নয়। মহাত্মা গান্ধীর জীবন দেখলে আমরা যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ করি সেটা হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ। আজকের জীবনে আমার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি। আমাদের জীবনে যেটার বড় অভাব। আর সেই অভাব থেকেই সব অশান্তির সূত্রপাত। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাটি বড় বিরল। যেটা মহাত্মা গান্ধী অর্জন করতে চেয়েছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে সেই একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার পথ অনুসরণ করতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধুকে। যার ব্যাঘাত ঘটলো ১৯৭৫ সালে তাঁর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। অহিংসার বিপরিতে সংহিসতার বীজ আমরা বপণ করে রেখেছি সমাজের প্রতিটি স্তরে। আমাদেরকে অহিংসার লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করে সর্বক্ষেত্রে তা জারি রাখার চর্চা অব্যহত রাখতে হবে।

ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের মহাত্মাগান্ধীর উক্তি ‘হিংসা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, হিংসা শুধু ধ্বংস করে। তাই অহিংসার পথে এগুনো ছাড়া বিকল্প নাই’ উদ্ধৃতি প্রদান করে তার ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্যে বলেন ড. সাদেকা হালিম খুব সুন্দর বলেছেন। অন্যান্য বক্তারাও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন। আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামও অহিংসার পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ২৫ মার্চ আমাদের ওপর যে গণহত্যার সূচনা হয়েছিল সেটা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলাম।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

শরিফ রেজা মাহমুদ

স্পেনে মানবাধিকার ও স্মৃতিবহ জাদুঘরের আন্তর্জাতিক কমিটি সভায় ট্রাস্টি মফিদুল হক

বিগত ২ থেকে ৭ অক্টোবর ২০২৩ স্পেনে অনুষ্ঠিত হলো 'আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ' বা আইকমের আন্তর্জাতিক কমিটি আইসিমেমোহরি বা ICMEMOHRI-এর বোর্ড সভা। বিগত জুলাই মাসে প্রাগে অনুষ্ঠিত আইকমের ত্রি-বার্ষিক সভায় উক্ত কমিটির নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। বর্তমান বোর্ড সভা আয়োজিত হয়েছিল ইউরোপীয় মেমোরি অবজারভেটরির সঙ্গে যৌথভাবে এবং স্পেনের নৃশংসতার স্মৃতিবহ, বিশেষভাবে জেনারেল ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে জনসংগ্রামের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীদের লড়াইয়ের স্থান পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। বারসেলোনার কারাগারে মধ্যযুগের জিরোনা শহরের ইহুদি বসতি, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ওয়াল্টার বেনজামিনের মৃত্যু-স্মারক ইত্যাদি পরিদর্শনের পর মাদ্রিদে তিন দিনের ইউরোপীয় সম্মেলন ও আইসিমেমোহরি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনার পর আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

ইউরোপে এবং বিশেষভাবে স্পেনে বিশ শতকে যে নৃশংসতা ঘটেছে সেইসব স্মৃতি-সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তার অর্থবহ সংযোগের নানা দিক এই সম্মেলনে আলোচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আন্তর্জাতিক সংযোগ ও নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতেও এই সম্মেলন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ICMEMOHRI-বোর্ড সদস্যবৃন্দ : মাদ্রিদ

ফলো আপ

জয়পুরহাট জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষাকর্মসূচির আওতায় ঢাকার বাইরে জেলাসমূহে পরিচালিত হয় রিচআউট প্রোগ্রাম। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পালিত হয় এই কর্মসূচি। জাদুঘরের অগ্রবর্তী দল একটি জেলার কিছু স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচির দিন-তারিখ নির্ধারণ করে। পরে নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন উপকরণসহ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়।

কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিতরে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রদর্শন করে। সুবিধামতো কোনো স্থানে টানানো শান্তি-সম্প্রীতির

এবং মানবাধিকার পোস্টারও দেখে। একটি কক্ষে প্রামাণ্যচিত্র 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ১৯৪৭ থেকে ৭১' প্রদর্শন করে একই সাথে। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে মন্তব্য খাতায়। এই কর্মসূচি ফলোআপ পোগ্রামের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে জাদুঘরের কর্মকর্তারা। গত ৬ অক্টোবর ২০২৩ জয়পুরহাট জেলায় রিচআউট কর্মসূচির ফলোআপে যান জাদুঘরের শিক্ষা ও প্রকাশনা বিভাগের ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। এছাড়া এতে যুক্ত হন মো. মোহসীন হোসেন এবং সহযোগী ব্যবস্থাপক (হিসাব) মো. কামালউদ্দিন।

ফলোআপ টিম ৬ অক্টোবর ২০২৩ ভোরে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে যাত্রা করে দুপুরে জয়পুরহাটে পৌঁছান। সেখানে তারা হোটেলে অবস্থান করে বিকালে জনসংযোগ করেন এবং বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে চেষ্টা করেন। সে সময় মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা সম্পর্কেও খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেন তারা।

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার জয়কালি উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মসূচি ছিল ৮ অক্টোবর ২০২৩। আগে থেকে এই কর্মসূচি পরিচালনা করছিলেন ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহকারী কর্মকর্তা হাকিমুল ইসলাম। তার সাথে সহযেগিতা করছেন মো. নূরনবী এবং দক্ষ গাড়ি (মোবাইল মিউজিয়াম) চালক শাহাদাৎ হোসেন। সদর থেকে আক্কেলপুরের এই স্কুল প্রায় ৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সহশিক্ষার এই স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৪২। অনেকগুলো ভবন রয়েছে এখানে আর শিক্ষকবৃন্দ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন জাদুঘরের কর্মী এবং ফলোআপ টিমকে। বৃষ্টির জন্য স্কুল মাঠ ছিল কর্দমাক্ত ফলে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়েছে একপাশে। শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বাসের মধ্যে স্থাপিত স্মারক এবং পর্যায়ক্রমে প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করে।

প্রদর্শনীর সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা মো. তমিজউদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন স্কুলে। তিনি জানান, রায়কালি বাজার এলাকায় রাজাকাররা প্রায় ১৫০ জন মানুষকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে এবং কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি বলেন, স্কুলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকেন এবং এলাকার লোকজনসহ শিক্ষার্থীরা তাদের চেনেন এবং জানেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের শ্রদ্ধারসঙ্গেই আমন্ত্রণ জানান জাতীয় দিবসগুলোতে।

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আগে সত্যজিৎ রায় মজুমদার শিক্ষার্থীদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় না। তোমাদের সাথে এই যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হলো এটা চলতে থাকবে যতদিন তোমরা এবং জাদুঘর থাকবে। দেশের জন্য তোমরা যদি কাজ করতে চাও, যদি তোমরা দেশকে ভালোবাসো এবং আমাদের এই দেশকে একটি সমৃদ্ধশালী সহনশীল অসাম্প্রদায়িক ভূখণ্ড হিসেবে দেখতে চাও তাহলে তোমাদের অনেক দায়িত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে মিলে সে দায় পালন করতে পারো। নতুন কারিকুলামে তোমাদের যে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তোমরা তার চর্চা করে সত্যিকার নাগরিক হয়ে উঠতে পারো। দেশের জন্য সৎ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনা নাগরিক হয়ে ওঠা প্রয়োজন। জাদুঘর তোমাদের সঙ্গে থাকবে। মো. মোহসীন হোসেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যে নিয়ম বলা হয়েছে সে অনুসারে তোমরা প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য সংগ্রহ করে পাঠাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমরা সবাই জানি কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস যথার্থভাবে উঠে আসেনি। তোমাদের হাত ধরে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে। সুতরাং তোমরা গুরুত্বের সঙ্গে এই তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাও। এতে শুধু তোমরা একটা বড় কাজের অংশ হবে না বরং জাতির একটা বৃহৎ কাজেরও অংশী হয়ে উঠতে পারবে।

জাদুঘরের কর্মসূচি চলাকালে প্রধান শিক্ষক মো. বেলাল হোসেনকে প্রদান করা হয় মুক্তিযুদ্ধের ১০০ ছবির অ্যালবাম, প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্যের কপি, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে লিফলেট, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং শান্তি-সম্প্রীতির ও মানবাধিকার পোস্টারের দুটি সেট। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে এগুলো প্রদর্শনের আয়োজনে ব্যবহার করবেন।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম আগ্রহী নয় বলে অনেক সময় মনে হয় কিন্তু রায়কালি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সচেতন এবং ঋদ্ধ। তারা নেট দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তার ব্যবহারে পারদর্শী। স্কুলের পাঠে তারা নেট ব্যবহার করে খুব স্বাচ্ছন্দে। নবম শ্রেণির ছাত্রী সুরভী আক্তার নদী জানায়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই কর্মসূচিতে সে ভীষণ আনন্দিত। আগে সে এটা বুঝতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। একই শ্রেণির মো. মাইনউদ্দিন জানায়, জাদুঘরের প্রদর্শনীতে সে অনেক কিছু নতুন জানতে পেরেছে। তার খুব উপকার হয়েছে এটা দেখে। এখন সে নতুন করে আরও খোঁজ নিতে পারবে।

জয়পুরহাটে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে এবং শেষ হবে অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাসেম আলী

১৯৭১ সালে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত ছিলাম। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে যে মিছিলকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক সামসুজ্জোহা শহিদ হন, সে মিছিলে আমিও ছিলাম। একাত্তরের ১ মার্চ সংসদের জাতীয় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর ২ মার্চ রাজশাহী শহরে একটা বড় মিছিল হয়। সাহেববাজার মোড়ের টিএনটি অফিসের সামনে থেকে মিছিলের ওপর গুলি চালানো হলে ৪জন শহিদ হন। বঙ্গবন্ধুর অসযোগের ডাকে চার দিকে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলো। আমি পায়ে হেঁটে নওগাঁ আমাদের বাড়িতে চলে এলাম। নওগাঁ এসে দেখি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৭ মার্চ কমিটির লোকেরা আমায় ডাকলো। সিদ্ধান্ত হলো নওগাঁ, চাঁপাই ও রাজশাহীর পুলিশ-ইপিআর-জনতা মিলে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে হামলা করা হবে। নওগাঁ থেকে ইপিআর ক্যাপ্টেন নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াসের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি সিভিল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে একটা মটর সাইকেল সমেত রাজশাহী যুদ্ধে অংশ নিই। ২৮ মার্চ সুবেদার মেজর মনোয়ারের নেতৃত্বে আমরা ১০জন গেলাম। রাজশাহীর উত্তরে নওহাটায় অফিস করলাম। পূর্ব দিকে শারদার পুলিশ বাহিনী। পশ্চিমে চাঁপাইয়ের ইপিআর ডিফেন্স নিলো। ঢাকা থেকে ট্রেনে আর্মি আসার আগ পর্যন্ত ৮/১০ এপ্রিল পর্যন্ত আমরা ছিলাম। পরে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। আমি নওগাঁ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুঘাট জেলার বাঙালিপুর গ্রামে চলে এলাম মটর সাইকেল যোগে। সেখানকার স্কুলে আমরা ক্যাম্প করলাম। আওয়ামী লীগ নেতা বয়াতুল্লাহ সাহেব, আব্দুল জলিল সাহেব ও জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুও ওখানে ছিল। সেখানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে ২২ এপ্রিল আমরা চলে গেলাম রায়গঞ্জ। আমরা ১ম ব্যাচ। আমার নম্বর ৩৭৬। ক্যাপ্টেন টিগুয়াসু, ক্যাপ্টেন নায়ার আমাদের প্রশিক্ষক। শেষ দিন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সমাপনী বক্তব্য দিলেন বাংলায় এবং সফর নামক সিনেমা দেখানো হলো। এক মাস ৫ দিনের ট্রেনিং শেষে আমরা ৪০ জনের একটা দল ভারতের ভিতর সীমান্তবর্তী শোভ্রা ক্যাম্পে চলে এলাম। মেজর অশ্বক্ষত ইনচার্জ ছিলেন। অস্ত্র আনলাম আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার তরঙ্গপুর থেকে। আমি ছিলাম ১০ জনের একটি দলে, জুন মাসের শুরুর দিক থেকে আমরা কাজ শুরু করলাম। মূলত সীমান্তবর্তী এলাকার নানা ব্রিজ-কালবার্ট ও রেললাইন এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ভেঙে দেয়া ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। আদমদীঘির কাছে শান্তাহার-বগুড়ার রেলপথে একটা ব্রিজ আক্রমণের অভিযান এখনও স্পষ্ট মনে আছে। মূলত হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে কাজ করতাম। তিন সপ্তাহ পর আমাদের কোম্পানিকে নওগাঁয় নিজেদের এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। কোম্পানি কমান্ডার মোখলেসুর রহমান রাজা। নওগাঁর দক্ষিণে গোটার বিলে তেজবান নামক লোকমানব শূন্য হিন্দু গ্রামে ক্যাম্প করলাম। অহিদুর রহমান নামক এক বামপন্থী নেতা সেখানে আমাদের সাথে যুক্ত হলো। স্থানীয় লোক। চারিদিকে পানি মাঝখানে তেজবান গ্রাম। সামরিক পরিভাষায় এক ধরনের ডিপ বেজ ছিল সেটা। শাহগোলা রেল স্টেশন থেকে আত্রাইয়ের দিকে একটা ছোট নদীর ওপর ব্রিজ আছে। সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারলে পাক আর্মির চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা রাতের বেলা নৌকাযোগে ব্রিজের গার্ডার স্পেশাল গিলেটিন দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে পাক-আর্মি সেই রাতের বেলা আত্রাই থেকে একটা তিন বগির ট্রেন নিয়ে লাইট অফ করে আসলো। ট্রেন ভর্তি ৯০ জনের ফোর্স। আমরা তো দূর থেকে দেখছি ঘটনাটা। একটা সময় পর ট্রেনটা অন্ধকারের মধ্যে ভাঙা ব্রিজসহ নদীতে পড়লো। আমরা এসেছিলাম ব্রিজ ভাঙতে, উপরন্তু বোনাস হিসেবে একটা বড় পাকবাহিনী খতম হয়ে গেলো। অভিযান শেষে আমরা বিলের মধ্যে তারানগর নামাক পানি বেষ্টিত গ্রামে আশ্রয় নিলাম রাতে। দিনের বেলা আমাদের খুঁজতে একটা সার্চ হেলিকপ্টার এলো খুব নিচু দিয়ে। ওরা চাইলো আমরা গুলি করি হেলিকপ্টারে। কিন্তু আমরাও বুদ্ধি করে দাঁতে দাঁত চেপে ঘাপটি মেরে থাকলাম। এরপর আমরা আত্রাই নদীর পাড়ে এলাম মিরাট নামক একটা গ্রামে। সেখানে আগস্টের দিকে পাকবাহিনীর নৌকাযোগে আগমনের খবর ছিল। আমরা নদীর বাঁকে পজিশন নিলাম। পাকবাহিনীর নৌবহর আমাদের রেঞ্জে আসার পর আমরা ফায়ার শুরু করলাম। আমাদের এ্যাম্বুসে ওদের এগারোটা নৌকা ডুবে গেলো। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক আক্রমণ করেছি। একটা থানা আক্রমণে নাটরের মুক্তিযোদ্ধা সেলিম চৌধুরী শহিদ হয়েছিল। এরপর আমরা আরেকটা বিলের মধ্যে ক্যাম্প করেছি। আমরা খবর পেলাম নওগাঁ থেকে দুইটা আর্মি গাড়ি প্রতি রাতে মহাদেবপুর যায়। সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা বোধহয়। সেসময় আমাদের হাতে এম-সিক্সটিন নামক এক ধরনের জাম্পিং মাইন এসেছিল। সাথে দুজন নিয়ে আমি ৩টি জাম্পিং মাইন নিয়ে আক্রমণে গেলাম। শুরুর রাতে আর্মি গাড়ি দুটি নওগাঁ থেকে মহাদেবপুর যাওয়ার পথে একটা সুবিধাজনক জায়গায় আমরা রেকি করলাম। একটা গাড়ি থেকে আরেকটা গাড়ির দূরত্ব মার্ক করলাম। তারপর শেষ রাতে গাড়ি দুটি মহাদেবপুর থেকে নওগাঁ ফেরার আগে দুটি মাইন পাতলাম কায়দা করে। শেষ রাতে যখন ফিরছিল একই দুরত্বে ছিল গাড়ি দুটি। আমরা তিনশ গজ দূর থেকে নৌকার গুনটানা রশি দিয়ে মাইনের পিন টানলাম। মুহূর্তের মধ্যে জাম্পিং মাইন মাটি থেকে কয়েক ফিট ওপরে জাম্প করে বিস্ফোরণ করলো। আমার দুই সহযোদ্ধাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার জানতে ইচ্ছা করছিল কি ঘটলো। আমার এক্সপেরিমেন্ট পুরোপুরি সফল হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে নওগাঁ শহর থেকে আর্মি কনভয় এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে এগিয়ে এলো। আমি বিলের পানিতে নেমে আত্মরক্ষা করতে পারলাম। পানির মধ্য কয়েক কিলোমিটার বিল পেরিয়ে আসার পর আমার সঙ্গীরা আমাকে নৌকায় তুলে নিলো। মজার বিষয় হলো, আমাদের ৩য় মাইনটি পেতে ছিলাম আমরা যেখান থেকে আক্রমণ করেছি তার পাশে, যাতে পর দিন ইন্সপেকশনে আসা পাকবাহিনী আবার আক্রমণের শিকার হয়। বিশ্বাস করবেন না সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের পর ওই এলাকায় পাকবাহিনী ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার সাহস পায়নি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

জাদুঘর কর্মীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আওতায় এন্যুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এপিএএমএস)-এর উপর এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন জাদুঘরের ১৫ জন কর্মকর্তা। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মো. আবদুল্লাহ যুনাইদ। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার ট্রেইনার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সফটওয়ার ওপেন করে বিভিন্ন বিষয়ের কর্মপরিচালনা পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিমাসে জাদুঘরের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় এই সফটওয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সে বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে এটি ব্যবহার করা মুশকিল। এই সমস্যা নিরসনকল্পেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবারের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও গ্রন্থাগার) ড. রেজিনা বেগম, ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদার, সহযোগী ব্যবস্থাপক (হিসাব) মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, অফিস সেক্রেটারি কোহিনুর আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার (রিচআউট) রঞ্জন কুমার সিংহ, প্রোগ্রাম অফিসার (আউটরিচ) রনিকা ইসলাম, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার সাগর শিকদার, সহযোগী ব্যবস্থাপক (হিসাব) মো: আবুল কালাম, সহযোগী ব্যবস্থাপক (হিসাব) শাহিনা হারুন, অডিও ভিজুয়্যাল কর্মকর্তা শরিফ রেজা মাহমুদ, কিয়স্ক ইনচার্জ ফখরুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার কবিতা রানী বিশ্বাস এবং কম্পিউটার অপারেটর মো. মিজানুর রহমান।

এরপর সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উপর আরও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায়ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় জাদুঘরের নতুন গঠনমূলক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও তার প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন প্রশিক্ষক।

মনোহরদী উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

তাঁতশিল্পের সূতিকাগার হিসাবে দেশ-বিদেশে পরিচিত জেলা নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্মারকদাতা জনাব মো. মতিউল আলম ভূঁইয়ার আমন্ত্রণে ১৬-১৯ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত মনোহরদী উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কমসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। চার দিনের শিক্ষা কর্মসূচিতে ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২টি কলেজ এবং আশেপাশের ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়। এ উপজেলায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও থানা অফিসার ইনচার্জ প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন।

'প্রাচ্যের ম্যানচেষ্টার' খ্যাত শেখেরচর (বাবুরহাট) এই নরসিংদী জেলায় অবস্থিত। তাঁত শিল্পের পাশাপাশি শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এ জেলায় রয়েছে উপমাহাদেশের প্রথম বাঙালি আইসিএস অফিসার স্যার কে জি গুপ্ত, পবিত্র কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, কবিয়াল হরিচরণ আচার্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি শামসুর রাহমান ও আলাউদ্দিন আল-আজাদ। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উয়ারী-বটেশ্বর, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি, চিনাদী বিল ও বালাপুর জমিদার বাড়ি। এছাড়াও সবচেয়ে বেশি লটকন উৎপাদিত হয় নরসিংদী জেলায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নরসিংদী জেলা ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল এবং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন মেজর খালেদ মোশাররফ। মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'-এর অধিনায়ক নিযুক্ত হলে সেপ্টেম্বর থেকে মেজর এটিএম হায়দার উক্ত সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন। নরসিংদী জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বেশ গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় দোসর রাজাকার দ্বারা নির্যাতনের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি ও গণকবর। এ জেলার উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে খাটারা সেতু, নরসিংদী টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পাঁচদোনা সেতু ও বাদুয়ারচর সেতু। নরসিংদী টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি ছিল পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি এবং প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। মনোহরদীতে ২৫ মার্চের পর মো. সালাহ উদ্দিন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শুকুন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি বাহিনী নরসিংদী শহর নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর মনোহরদী থানা ক্যাম্পাস, মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও হাতিরদিয়া ছাদত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। ৯ ও ১০ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নরসিংদী শহরের প্রবেশমুখে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী মনোহরদী থেকে চরসিন্দুর যাবার সংবাদ পেয়ে গেরিলা যোদ্ধা কিরণ সরকারের নেতৃত্বে সহযোগী মজিবরসহ প্রায় ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা বিলাগী গ্রামে অবস্থান নেন এবং পাকিস্তানি বাহিনী হাতিরদিয়া বাজার অতিক্রম করে বিলাগী গ্রামে পৌঁছামাত্র গেরিলা যোদ্ধারা তাদের উপর সকল পজিশন থেকে একযোগে গুলি চালালে ঘটনাস্থালে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়। ২০ ও ২১ অক্টোবর মনোহরদী অঞ্চলের কমান্ডার মো. আবুল হাসনাত সরকারের নেতৃত্বে মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্প আক্রমণ করে। উক্ত যুদ্ধে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি বাহিনী মারা যায় এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। নরসিংদী জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২ জন বীরবিক্রম ও ২ জন বীরপ্রতীকসহ মোট ৪ জন খেতাবে ভূষিত হন। নরসিংদী শহরতলী ৮ ডিসেম্বর মুক্ত হলেও জেলা শহর হানাদার মুক্ত হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১।

যে সকল প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে: শাহাবউদ্দিন মেমোরিয়াল একাডেমী, হাতিরদিয়া ছাদত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, হাতিরদিয়া রাজিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, আফাজ উদ্দিন খান মহিলা ডিগ্রী কলেজ।

এ উপজেলায় ৪ দিনে ৪ কার্যদিবসে ৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২৭৫৪ জন শিক্ষার্থী ও ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৬৮৭৮ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

-রঞ্জন কুমার সিংহ ,কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০২২ প্রদান

১ম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার পর

বলতেন। আমি কখনও তাঁকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনিনি। কোন বিষয় নিয়ে আলাপের সময় তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা দিতেন এভাবে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করার ক্ষমতা আমি আমার জীবনে দ্বিতীয় কোন মানুষের মাঝে দেখিনি। একটা বাস্তব ভূমির উপর দাঁড়িয়ে পক্ষপাতহীনভাবে তাকে আলোচনা করতে দেখেছি। কোন পথে গেলে বাঙালির মুক্তি হবে তা নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। বাংলাদেশের প্রগতিশীলতা চর্চার বিকাশে তাঁর সংবাদ পত্রিকা একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু আরেকটা কথা না বললেই নয়, তার প্রতিষ্ঠিত খেলাঘর শিশু সংগঠনের কথা। শিশুদেরকে বাঙালি মনস্ক করে তৈরি করার ক্ষেত্রে বজলু ভাইয়ের যে অবদান আজকের সমাজে সেই জায়গায় একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আজকে পদক প্রদানের মধ্য দিয়ে বজলু ভাইকে আমরা স্মরণ করছি। তিনি যে কাজগুলো করে গেছেন, যে চিন্তাগুলো করে গেছেন, যেভাবে সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সেভাবে যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে পারি সেটাই হবে বজলুর রহমানকে স্মরণ করা। পদকপ্রাপ্ত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এরপর জুরি বোর্ডের সদস্য নওয়াজেশ আলী খান প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদ্বয়ের শংসাবচন পাঠ করেন এবং অপর জুরি বোর্ডের সদস্য এ এস এম সামছুল আরেফিন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে সাংবাদিকের শংসাবচন পাঠ করেন। জুরি বোর্ড ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তার বক্তব্যে বলেন, নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা তাদের স্ব স্ব মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-নির্ভর সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে আমাদের মূল্যবান ইতিহাসকে প্রজন্মান্তরের কাছে তুলে ধরছে এটা একটা বিশেষ ব্যাপার। এ বিষয়ক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করার জন্য বজলুর রহমানের স্মরণে তার পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনেক বছর ধরে এই মহতী কর্মযজ্ঞটি আয়োজন করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির ভিত্তি, এখান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নাই। আজকে যতোই সময় যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর সংবাদ প্রতিবেদনের সৃজনশীল চেষ্টা যেন কমে আসছে। এই পদক সামনের দিনেও নবীন প্রজন্মের সাংবাদিকদের এবিষয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে জুরি বোর্ডের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা যোগ্যতম প্রতিবেদনসমূহকে পদক দিতে পারছি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ সংবাদ প্রতিবেদন, গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন ও টেলিভিশন প্রতিবেদনের জন্য আজকে যে তিনজনকে পদক প্রদান করা হলো তাদেরকে ও তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে জুরিবোর্ডের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানাই।

এরপর প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, দৈনিক সংবাদের আমৃত্যু সম্পাদক বজলুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সফল সংগঠক। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক বহুল প্রচারিত একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথিকৃৎ এই মানুষটি ২০১২ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি একজন সৎ ও সাহসী সাংবাদিক হিসেবে মানুষের অধিকার, ন্যায় বিচার ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এবং আগামী প্রজন্মকে তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত করতে বজলুর রহমান স্মৃতি পদক প্রবর্তন অত্যন্ত যথার্থ পদক্ষেপ। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করা তরুণ সাংবাদিকদের একান্ত কর্তব্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার এখনও অনেক সুযোগ আছে। আমি আশা করবো বজলুর রহমানের স্মৃতিকে সমুন্নত রাখতে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করতে যুগ যুগ ধরে এই পদক প্রদানের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাদের এ ধরনের মহতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সামর্থবান থাকবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল সাংবাদিক বন্ধুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও কর্মীদের পক্ষ থেকে সকলে আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। মাননীয় স্পিকার আপনার উপস্থিতি আমাদের ঋদ্ধ করেছে। আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের তাদের অনুসন্ধিৎসু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহের জন্য। তারা একই সাথে গবেষক ও প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মনে করে, একাত্তরের ভাবাদর্শ ও ঘটনাবলী আজও প্রাসঙ্গিক। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাতে চাই বজলুর রহমানের সহধর্মীনি বেগম মতিয়া চৌধুরীকে, যার সহায়তা ও সহযোগিতা ছাড়া এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরীফ রেজা মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগার এবং প্রকাশকদের জন্য নিয়মিত নানা প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে একদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে দিনব্যাপী কর্মশালার। নিয়মিত এই আয়োজনের অংশ হিসেবে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সারা দেশের ৬৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি এবং বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। 'গ্রন্থাগারিকদের জাদুঘর পরিদর্শন কেন?'- এ বিষয়ে আলোচনা করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর। তিনি বলেন জাদুঘর একটি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে, একজন গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই তার দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন হতে হবে। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, এখানে এসে একজন যেভাবে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করতে পারবে, কেবল বই পড়ে সেটি সম্ভব নয়।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি তার উপস্থাপনায় বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের শতবর্ষের ঐতিহ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কর্তৃক নৃশংস আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতীক শহিদ মিনার এবং গ্রন্থাগার। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকারি এবং বেসরকারি নানান উদ্যোগের মাধ্যমে বেশ কিছু গ্রন্থাগার সংস্কার করে পুনারায় চালু করা হয়, তবে এ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ জরিপ/তথ্য সংগ্রহ এখনও সম্ভব হয়নি যা জরুরি। গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, গ্রন্থাগার ভিন্নমাত্রায় জ্ঞানের আকর হিসেবে বিকশিত হতে পারে। একই সঙ্গে গ্রন্থাগার এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে তিনি দিনাজপুরে প্রতিষ্ঠিত হেমায়েত আলী পাবলিক লাইব্রেরি ও স্মৃতিকক্ষের উল্লেখ করেন, যেখানে গ্রন্থাগারের একটি অংশে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন নতুন প্রজন্মের পাঠকদের গ্রন্থাগারমুখী ও বইপাঠে আগ্রহী করে তোলার এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করার দায়বদ্ধতা গ্রন্থাগারিকদের। এজন্য গ্রন্থাগারের সৃজনশীল বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ ও কর্মধারার সূচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, পাশাপাশি স্থানীয় ইতিহাস, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে নানা উদ্যেগ বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো গ্রহণ করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। একই সাথে গ্রন্থাগারগুলোতে বইয়ের পাশাপাশি অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ সংযুক্ত করাও গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ মাত্রা দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিকবৃন্দ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আগামী তিন মাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে তারা কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং দলীয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। দলীয় উপস্থাপনা শেষে সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন যে, বই একজন মানুষের মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে এবং তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, তাই একটি সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রন্থাগারগুলো বই পড়ায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন গ্রন্থাগারগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে আগামী তিন মাসের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, তার প্রতিটি গ্রুরুত্ববহ, তবে তিন মাসের জন্য সুনির্দিষ্ট তিনটি বা চারটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে, সেই অনুযায়ী অগ্রসর হলে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে। তিনি আশা করেন গ্রন্থাগারিকদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো দৃঢ় হবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : একাত্তরের পদযাত্রী সুভাস চন্দ্র বসু

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দীর্ঘ এই পথ চলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক সুহৃদ জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তেমনই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুভাস চন্দ্র বসু।

যশোরের কিছু যুবক মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বনগাঁ থেকে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা : বাংলাদেশ হইতে দিল্লী' শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা সুভাস চন্দ্র বসু ছিলেন সেই দলের সহযাত্রী। এই বীর যোদ্ধা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পরলোক গমন করেন।

জাদুঘরের সঙ্গে যখন কোন সুহৃদ যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। হালকা পাতলা ছিপ ছিপে এই সুহৃদের সাথে প্রথম পরিচয় ঢাকায় অক্টোবর ২০১০-এ সন্ধ্যায় হোটেল কর্ণফুলির ৩০৬ নম্বর কক্ষে। তাঁরা এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং হোটেল কর্ণফুলি হয়ে উঠেছিল ৩২ পদযাত্রীর মিলন কেন্দ্র। তারপর থেকে সদালাপি এই মানুষটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হয়ে গেলেন। তিনি ২০১১ এবং ২০১৭-এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যশোর জেলা সফরের সময় বিভিন্ন স্কুলে আমাদের সাথে যুক্ত হতেন এবং শিক্ষার্থীদের শোনাতেন

'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা'র কথা। এভাবেই জাদুঘরের এই সুহৃদ নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর ঐতিহাসিক লংমার্চের গল্প। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ সুভাস চন্দ্র বসু বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে চলাচল করতে পারতেন না তবে ফোনালাপে জাদুঘরের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। অসুস্থ বীর যোদ্ধা সুভাস চন্দ্র বসুর সাথে সর্বশেষ দেখা হয় নড়াইল জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কালে। 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ' দলের সদস্য সদ্য প্রয়াত সদালাপী বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

-রঞ্জন কুমার সিংহ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন ও আলোচনা

ন্যাশনাল অ্যানুয়েল মাইনোরিটি ইউথ লিডারশিপ সাম্মিট ২০২৩-এর ৩ দিনব্যাপী আয়োজনের তৃতীয় দিনে ৫ অক্টোবর অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয়। কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে)-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা প্রদান করেন সিএসজিজের তরুণ গবেষক তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ও তাবাসসুম নিগার ঐশি।

জাদুঘর কর্মী সোফিয়া নাজনিন-এর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা সোফিয়া নাজনীন যুক্তরাজ্যস্থ ইউনিভার্সিটি অব উইনচেস্টার-এ কালচারাল হেরিটেজ অ্যান্ড রিসার্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য মনোনিত হয়েছেন। তিনি গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহকর্মীবৃন্দ সংক্ষিপ্ত এক আয়োজনে তাকে অভিনন্দিত করে ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় এবং তার সার্বিক সাফল্য কামনা করে।

মন্তব্য : জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমূল্য স্মৃতিবিজড়িত এই বধ্যভূমি। যা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্মম গণহত্যার কথা, গণহত্যার চিত্র মানুষের হৃদয়ে ধারণ করবে। মহতি এই উদ্যোগের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে জানাই অভিনন্দন।

অনুপ নন্দী
বীর মুক্তিযোদ্ধা, কুষ্টিয়া/১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম আমি, বয়স ৩৭। আমাদের কাছে এক অদেখা মহাকাব্য। যেখানে লুকিয়ে আছে অনেক অজানা সত্য। এই বধ্যভূমিতে এসে বুঝতে পারা যায় কত দাম দিয়ে এই স্বাধীনতা পেয়েছি। ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগটা করে দেবার জন্য।

জয়ন্ত দত্ত
মিরপুর, ঢাকা/১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

আমি উল্কা। খুলনা থেকে এসেছি। পুরো জল্লাদখানা ঘুরে মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হত। কারণ এঁদের গণহত্যা এবং জবাইয়ের কথা শুনে মনটা একদম খারাপ হয়ে যায়। আশা করি এই খারাপ লাগা এক সময় আমার শক্তিতে পরিণত হবে।

উল্কা
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

আমি শামসুন নাহার , শিক্ষক হিসেবে একটি স্কুলে কর্মরত আছি। মিরপুরে এরকম একটি বধ্যভূমি আছে জানাই ছিল না। আজ জানতে পেরে ঘুরতে এলাম। তবে ১৯৭১ সালে আমাদের বাঙালির সাথে ঘটে যাওয়া অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। এখানে এসে আরো একটি নৃশংস ঘটনার সাথে পরিচিত হয়েছি। তবে আমি মনে করি এখানে যদি এই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বই আকারে পেতাম বা একটি লাইব্রেরি থাকত তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আরো জানতে পারতো।

শামসুন নাহার/১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

এই জল্লাদখানার পাশ দিয়ে অনেকদিন ধরে যাতায়াত করছি আর ভেবেছি একদিন আমার মেয়েকে নিয়ে আসবো। তাকে দেখাবো, আমিও দেখবো। আমি নিজেই একজন একাত্তর সালের প্রজন্ম। আমি চাই আমার সন্তান এদেশের জন্ম-ইতিহাস জানুক, অনুভব করুক। এ ধরনের বধ্যভূমিতে আসলে এ দেশের জন্মের ইতিহাস অনুভূতিতে শিহরণ জাগায়। আমার দেশের জন্য যারা নিহত হয়েছেন আল্লাহ যেন তাঁদের সকল গুনাহ মাফ করে তাঁদেরকে বেহেস্ত নসিব করেন।

ধন্যবাদ জানাই সুপারভাইজার প্রমিলা বিশ্বাসকে। আমাদের আপনি সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্থানের গণহত্যার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

লুলু বিলকিস বানু
যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

যতবার জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে আসি ততবার প্রাণশক্তি নিয়ে ফিরি। অসম্ভব স্মৃতিকাতর হয়ে উঠি। আমি আমার সকল সত্তায় মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত। আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই ত্যাগের ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে চাই। জয় হোক বাংলার, জয় হোক মানবতার।

মনজুর আলম সিদ্দিক
মিরপুর-৬, ঢাকা/১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রকাশনা

প্রকাশিত হলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচির আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্যের একাদশ পর্ব। এই পর্বে বরগুনা, খাগড়াছড়ি, মানিকগঞ্জ ও মাগুরা জেলার নির্বাচিত শতাধিক প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য সংকলিত হয়েছে। কথ্য ইতিহাস সংগ্রহ প্রকল্পের আওতায় এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস। যা মেলে ধরছে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান এবং অভিজ্ঞতা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official